Shorodlyo Dargo Pajo 2019



Jan Jan **3 9 9** भा

Aantarik

Bengali Association of Bromley

Venue: Chislehurst Sports Club Grounds Opposite 82 Elmstead Lane BR7 5EL, UK

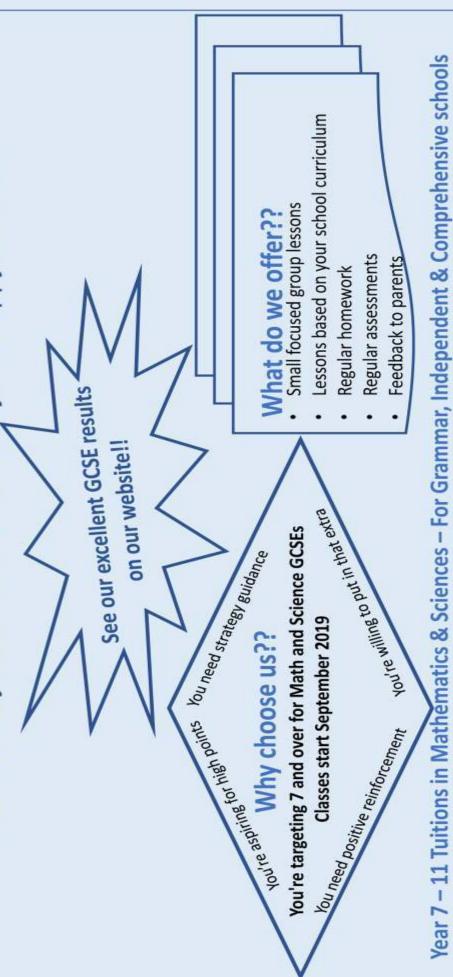


A-Star Cuitions Orvington

See our reviews on Google
Call us +44(0)79608 61156
Email us contact@astartuitions.co.uk

Visit https://www.astartuitions.co.uk

wishes everyone a Shubho Sharodiya & Happy Navratri!!



BRING OUT THE BEST IN YOUR CHILD!!!



4TH FRIDAY 5TH SATURDAY 6TH SUND

10-12pm : Bodhon, Kalparambha, Devi Amantran, Adhibas, Pushpanjali,Arati, Prasad, Chandipath

1 pm : Lunch (Bhog) 6 - 7 pm : Pushpanjali, Arati, Prasad,

7 - 9 pm : Cultural Programmes 9 pm onwards : Dinner

(Bhog)

11 - pm : Kalabou snan, Nebapatrikar probesh puuuja, Sapami Puja, Pushpanjali 1 pm : Lunch (Bhog)

6 - 7 pm : Pushpanjali, Arati, Prasad,

7 - 9 pm : Cultural Programmes 9 pm onwards : Dinner

(Bhog)



10 - 12 : Ashtami Puja, Pushpnjali Balidaan, Arati, Prasad, Chandipath

12 - 1 pm : Sandhi Puja, Arati, Prasad

1 pm : Lunch (Bhog) 2 - 4 pm : Mahasnan, 108 Pradip utsorgo, Navami Puja, Pushpanjali, Balidaan, Arati Prasad.

5 - 7 pm : Dashami Puja, Pushpanjali, Dadhikarma, Arati, Ghat Bisarjan, Devi Baron (Sidur Khela), Shantir Jol

7 - 8 pm : Cultural Programmes 8 pm : Dinner (Bhog)

Free Event

Prasad Bhog twice everyday

Authentic, traditional, and homely

Local as well as artistes from India



Message from the Editor



Sarvo Mangala Maangalye Shive Shavaarth Saadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute

Durga Pujo is a festival of joy and time of bonhomie and togetherness in welcoming Maa Durga back to her paternal home. For the Bengali diaspora, it is much more than a festival. It is a carnival of emotion that marks the time of happy tides.

It is a celebration which enriches all our lives and helps us maintain and further our Bengali cultural heritage.

For Probashi Bengalis especially, it is also one of the rare opportunities to come together as a single community.

I am honoured and ecstatic in bringing to you this very special Durga Puja brochure marking the event of Aantarik's first Durga Puja. Keeping true to our values, Aantarik's Durga Puja is an extension of our core belief of promoting Bengali culture for our next generation without diluting any of the authenticity we have all experienced in India.

Religions can work together for a better world. With this faith and compassion, let us create a caring and compassionate community that engages and embraces people of all ethnic and spiritual background.

Our appreciation and gratitude go to the numerous individuals and families who have come forward and helped to support us in this grandeur. This Pujo would not have been possible without the tireless efforts of you all.

We are grateful to all the advertisers and patrons who have supported us financially.

Hope we all have a grand celebration together and have loads of happy memories to remember always.

Jai Maa <mark>Durga</mark> Smita Chakraborty Aantarik





Message from the Founder



Aantarik stands for "aantarikota", in other words, closeness, warmth and openheartedness. Bringing communities together with this message of love and fellow feeling is what drove me to set up this informal group five years ago and it is still the guiding principle that binds like-minded people together under a unifying banner. "Durga Puja" is undoubtedly one of the most well celebrated festivals and has a special meaning to Bengalis and people of Eastern India the world over. It is indeed a world heritage and truly it gives me immense happiness to see that members of Aantarik and our wider community of friends have come forward in various ways to support the organising and celebrating of this multi-day festival this year. It was never the stated or unstated ambition but surely "aantarikota"

should have no bounds and should be allowed to flow the way it wants to flow - just like the unbridled waters of a river that flows and finds its way through mountains and plains - never knowing which way it will turn next but all the while becoming characterised and even more beautiful through these bends and turns.

I thank each one of you who have come forward to help, share your joy with us, and partake in the festivities during these 3 days when Maa Durga is here allowing us to pray to her from close vicinity and seek her endless love and blessings. For some of us, it is finding and rediscovering her eternal presence deep in our heart and soul. And it is that time of the year to reflect that bliss and happiness back into our outside world and the community we live in.

Durga Puja is also a special time for kids. It takes me back to my childhood days when I used to look forward and count the days with baited breath for Maa to arrive. To catch a glimpse of her when the screen in front of her would be taken off on Shasti to the sound of conch and Dhak, to offer Anjali on Ashtami, enjoy the mouth watering Khichdi Bhog on Navami and watch my mum and aunties play Sindoor Khela on Dashami. Not to forget the tearful Visarjan on Dashami but always ending with hope and optimism - "Aschey bochor abar hobey, Bolo Durga Maa ki Jai". I wish all kids a very happy and wondrous Durga Puja 2019. I hope you will all grow up to become excellent human beings - cheerful and caring, who will bring a smile to the world you inherit as your playground as well as "karmabhoomi". But please remember to celebrate and pass on the rich heritage of Bengal and India, not to mention, Durga Puja, just as you see your parents doing it today for you.

Minu Mukherjee Aantarik



নতুন সদস্যদের চোখে আন্তরিক -----



'' আশ্বীনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে - আলোক মন্দির" ''বীরেন্দ্র কৃষ্ণ বাবুর <mark>এই দুটি লাইন শুনে মন কে</mark>মন করে ওঠে না এমন বাঙালি পাওয়া দুষ্কর।"আমি ও তার ব্যতিক্রম নই, মফস্বলে বেজে ওঠাকোলকাতার কলেজে পড়াশুনা.......মফস্বলে প্র্যাকটিস্ তার পর কর্মসূত্রে বিদেশে পাড়ি।

সপরিবারে এখন লন্ডন নিবাসী। লন্ডনে এটা আমার প্রথম পূজা - সোশাল মিডিয়ার যুগে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম কিছু সমান মানসিকতার মানুষ। যাদের সাথে থেকে নিজের বাড়ী থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে পূজা কাটবে মনের মতো, পাড়ার মত, বৃহত্তর পরিবারের সাথে থেকে পূজোর প্রতিটি মূহুর্ত আনন্দে মেতে ওঠার মতো, পরিচয় হল - '' আন্তরিকের" সাথে <mark>আন্তরিক শব্দটাই বোধ হয় - এককথা</mark>য় বুঝিয়ে দেয় - আন্তরিক ওরফে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্রোমলেস এর অন্তরনিহিত মানে গুরু গন্তীর জটিল আলোচনা থেকে দূরে, তথাকথিত হাই প্রোফাইল - ক্রাউড পুলিং, বিশাল বিশাল কমিটি থেকে আলাদা এক ঘরোয়া ছোঁয়া।

যেখানে পূজো মানে আমার তোমার সবার বাঙালির সর্বশ্রেষ্ট উৎসব পালন অথচ নিজের মত করে ঘরোয়া আনন্দে। যেখানে মিশে গিয়ে ছোটবেলার মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে দৈননিন্দন জীবনে টানাপোড়ন ছেড়ে বিদেশে বসেও যেন পাড়ার বন্ধুবান্ধব, দাদা-বৌদি, কাকু কাকীমাদের সাথে পাড়ার পূজোর অঞ্জলি আর ধূনুচিনাচের মজা, নিজেদের হাতে করে পরম যত্নে মন্ডপ সাজান, <mark>রঙবে সাজে কচি কাচা</mark>দের ছোটাছুটি কলেজ ফেস্টিভাল আর পাড়ার কালচারাল প্রোগ্রামের মত পুরোদমে অংশগ্রহণ।

যেখানে গিয়ে মনে হয় না - অনেক ভিড়ে বাহ্যিক আনন্দের মধ্যে <mark>আমি হারিয়ে গিয়ে পূ</mark>জোর অন্তর্নিহিত অনুভূতিটাই হারিয়ে ফেলেছি। আন্তরিকের এটি প্রথম নিজস্ব পূজো - ২০১৮ তে প্রথম পূজো হয়েছিল আরও একটি সংগঠনের সাথে একসাথে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজের পূজো বলতে এটাই প্রথম।প্রবাসে বিশেষত লন্ডনে দুর্গাপূজো নতুন কোন উৎসব নয়। হাজার হাজার বাঙালি এখানে, পূজোর সংখ্যাও অনেক। কিন্তু আন্তরিকের পুজোটার মধ্যে একটি নিজেস্য স্থান করে যা জাজ্জ্বল্যমান

লন্ডনের বহুতল আর গতিময় জীবন থেকে একটু দূরে প্রকৃতির নীবি<mark>ড় কোলে ঘন সবুজে পরিবেস্টিত</mark> পরিবেশে আমাদের এই পূজো। নীল আকা<mark>শ,</mark> সবুজ মাঠ আর খোলা বারান্দা পাড়া ঐ ছোট্টবেলার বারোয়ারী পূজার কথা মনে করিয়ে দেয় বৈকি, কুমোরটুলি থেকে আনা প্রতিমা কোলকাতা চিত্রকারের তুলির টানে ফুটে ওঠা অনবদ্ধ শিল্পমন্ডিত , মন্ডপসজ্জা, নিখুত মন্ত্র উচ্চারন আর পূজা পূজা উপাচার কচিকাচাদের কলরোল, মহিলা মহলে আটপৌরে সাজ, নৃত্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কোলকাতা থেকে অগত গায়িকার সুমধুর কণ্ঠস্বরে বাংলা গান আর পুরুষদের জমকালো পাঞ্জাবী আ<mark>র বা</mark>ঙালির চিরনতুন আড্ডাতে - ছত্রে ছত্তে বাংলার সেই আদি অনন্ত পূজো, প্রতিফলিত হয় বৈকি আর দুবেলা ঠাকুরের ভোগ আর জ্বীভে জল আনা বিশেষ বা<mark>ঙালী</mark> মেনু তো আছেই আর সর্বোপরি আছে আন্তরিকতার ছোঁয়া এখানে প্রথম আলাপে এসেই মনে হবে যেন কতদিনের চেনা- দিধা মিটিয়ে সবার সাথে মিশে মায়ের পূজার কাছে নিজেকে মিশিয়ে দিতে এখানে সময় লাগবে না।এটাই বোধ হয় এই পূজার সহ থেকে বড় U.S.P সব পূজার ভিড়ের মধ্যে আন্তরিকতা আ<mark>র নিজস্ব</mark>তাই ফুটে ওঠা ''আন্তরিক"

''শরতে আজ <mark>কোন অ</mark>তিথি এলো প্রানের দুয়ারে আনন্দে গান গা রে হৃদয়ে, আনন্দের গান গা রে''

ডাঃ আবীর ব্যানার্জী







গ্রীম্মের প্রচন্ড দাবদহের পর শরতের আগমনে বিশ্বপ্রকৃতি যখন অপরূপ সাজে সুসজ্জিত হয় তখন আমরা সাড়ম্বরে মেতে উঠি দেবী দুর্গার অকাল বোধনে। অতীতে দেবী দুর্গার আরাধনা হতো বসন্তকালে। কিন্তু ১৭৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হলো ভাগিরথীর জলে। লর্ড ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধের স্মারক হিসাবে পাল্টা বিজয় উৎসব পালন করতে আগ্রহী হলেন। তদানীন্তন রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হয় এই শারৎ কালেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে যা হবে বাংলার জাতীয় উৎসব। তাই ১৭৫৭ সালেই নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণদেব শরৎ কালেই দুর্গাপূজার প্রবর্তন করলেন। পরের বছর ১৭৫৮ থেকে এই পূজো বাংলার জমিদার ও ধনী গৃহস্থদের, বাড়িতে মহাসমারোহে পালিত হতে থাকে, প্রসারিত হতে থাতে গ্রাম-গঞ্জ, শহরে সর্ব্বত্ত। পলাশীর যদ্ধের স্মারক উৎসব আজ আমাদের জাতীয় উৎসবরূপে স্বীকৃত।

তথাপি দুর্গাপুজো কিন্তু বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ। শুভ ও অশুভ <mark>পরম্পরাবিরোধী এই সত্তার ম</mark>ধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলে। দেবী দুর্গা অশুভ পশুত্বকে জয় করে শুভ দেবত্বে উত্তরণের প্রতীক হয়ে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন তিনদিনের জন্য সপরিবারে ও সবাহনে। যা কিছু অশুভ , যা কিছু অনিষ্ট সেই সব কুশক্তির অবসান ঘটাতেই তিনি দশহাতে অস্ত্রধারণ করে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, করেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

শিউলি ফুলের আঘ্রান শরতের আবাহনবার্তা বহন করে আনে। বাতাসের আমেজ জানিয়ে দেয় মা আসছেন। দেবীপক্ষেব এই সূচনালগ্নে দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাই "জয়ং দেহী দ্বিযোমোহী"। তাই জানাই অশুভ শক্তিকে দমন করে শুভ শক্তির জয়ের প্রার্থনা, লোভ-কাম, ক্রোধ জর্জ্জরিত মানসিকতার উর্দ্ধে শুভ বুদ্ধির উন্মেষের প্রার্থনা। শারদীয়ার প্রতিটি শুভ হোক, অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানবমন যেন মেতে উঠতে পারে এই প্রার্থনাই জানাই দেবীর শ্রীকরণে। হে দেবী, আপনি সর্ক্মঙ্গলদায়িনী, সর্ক্বাভীষ্ঠ সাধিকা, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিভবনেশ্বরী আপনাকে জানাই সহস্রপ্রণাম।

রমা দে



NORMAL PRICES	ADULT	CHILD	
MONDAY-THURSDAY LUNCH	CO 05	C6 05	TIME SLOTS AY EVENING Opm 30 pm 00 pm
DINNER	£9.95	£6.95	SE E
DINNER	£15.95	£8.95	111 - E -
FRIDAY			RDAY E RDAY E 7:00 pm - 9:00 p
LUNCH	£9.95	£6.95	G TIM BAY :00 p 9:00 11:00
DINNER	£16.95	£9.95	EH C
SATURADY			FOLLOWING AY & STURDA 5 pm - 7:00 7:00 pm - 9:0 9:00 pm - 11:
LUNCH	£10.95	£7.95	25 p
DINNER	£16.95	£9.95	PO 7
SUNDAY			FRIDAY FRIDAY 7
WHOLE DAY	£15.95	£8.95	FE
MIGEE BAI	210,00	20.55	



স্থামী বিবেকানান্দ – এই নামটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত এই বছর স্থামীজীর শিকাগো বকতৃতা মালার ১২৫ বছর সারা পৃথিবী জ্রডে উদজাপিত হচ্ছে | তাই যখন লেখার কথা ভাবলাম তখন স্বামীজীর কথাই মাথাই

বর্তমান সমাজ সব দিক থেকেই আনেক এগিয়ে, মানুষ ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সমান ভাবে এগিয়ে চলেছে। সব কিছু করে , সব চাওয়া পাওয়ার মাঝেও বর্তমান মানুষের মনে কোথাও না পাওয়া, অসম্ভুষ্ট হওয়া আবার ও যুগের সাথে সর্বক্ষেত্রে তাল মিলিয়ে না নিতে পারার হতাশা

বর্তমান পুথিবিতে হতাশা, হেরে যাওয়া বা হার মেনে নেওয়ার কোন বয়স নেই৷ সদ্য বুঝতে শেখা শিশু মন থেকে বৃদ্ধ বয়সের মানুষ আজ হতাশার রোগে আক্রান্ত মনকে শান্ত করতে বাইরে থেকে অনেক কিছুর সাহাজ্য নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই সব বেশি সময় মন কে শান্তি দিতে পারছে না

স্বামী বিবেকানান্দ এই পৃথিবীর বুকে এমন একটি উপহার যাকে আজও পুরোটা খুলে দেখা হয় নি৷ স্বামীজীর লেখা. কথা, বাণী পারে মানুষকে মানুষ হতে শেখাতে৷ স্বামীজীর একটি বাণী একটা মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে। স্বামীজীর লেখা পড়ে ভগ্ন মন প্রেরনা পায় নতুন করে উঠে দাঁডানোর। প্রতিদিন স্বামীজীকে নিয়ে নিজের সাথে একটু চর্চা করলে মানুষ ষে যাই কাজ করে সেটাই আর ভাল ভাবে করতে পারবে|

স্থামী বিবেকানান্দ একটি বিশাল বিষয় | যাকে বুঝতে চেষ্টা করা এবং ভাবা বর্তমান পৃথিবীর জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয়| শিশু থেকে বন্ধ প্রতিটি মানুষ জীবনে আলোর সন্ধান পায় স্বামীজীর মধ্য দিয়ে৷ পড়াশোনার চাপের মাঝে স্বামীজী হতে পারেন সেই চাপকে বইয়ে নিম্নে যাওয়ার শক্তি সঞ্চালক। কোন বৃদ্ধের একাকিছের সাখি হতে পারেন স্বামীজীর দ্যুত বাণী সমূহ , যা মানুষকে হারতে দেই না।

স্বামীজী সম্বন্ধিয় তথ্য, পুস্তক বিষদে এখানে আলোচনার দরকার নেই কারণ এই যুগে কাউকে জানতে চাইলে তথ্য সংগ্রহ খুবই সহজ – গুণ্ণু স্বামীজী যে কত বড় আনুপ্রেরনা কত শক্তির সঞ্চালক এবং ১৫৬ বছর জন্মবর্ষ তে ও তিনি কতটা যুগোপযোগী সেটাই তুলে ধরবার চেষ্টা | স্বামীজী চিরকালীন | তাঁকে ধরে আমাদের হৃদয়ের আলো জলুকা পরবর্তী প্রজন্ম সেই আলোর ধারা বহন করুক এবং সারা পৃথিবী সেই আলোডে আলোকিত সঙ্গীতা দত্ত চৌধরী

Mothers and Fathers

Mother's are kind Mother's are wise Mother's don't lie Mother's have Independence deep inside Mother's have pride This is how mother's are.

Fathers are the best and here's a tippy Why? Because they tell jokes. Fathers are like your Bro. Maybe they shout, but they are still the best.

> Written by Adi

Rui Maacher Kalia

Ingredients:

- 1) Rohu Fish 5 pcs.
- 2) Salt according to test
- 3) Turmeric 2 tsp.
- 4) Red Chilly Powder 1 tsp.
- 5) Mustard Oil 2 to 3 tbsp.
- 6) Yogurt 1 tbsp.
- 7) Garam Masala whole 2 cloves, 4 green cardamom 1 inch cinnamon & 2 bay leaf
- 8) Green Chilly 2 Masalas to Grind
- 1) Whole cumin 1 tsp.
- 4) Ginger 1 inch
- 2) Whole red chillies (Kashmiri) 4 to55 Garlic 15 to 6 cloves
- 3) Onion chopped 1 small
- 6) Tomatoes 1 chopped

- 1) Wash and pat dry the Rohu fish, sprinkle some salt and turmeric powder and mix well.
- 2) Fry the fish well.
- 3) Grind all the ingredients under masalas to grind.
- 4) Heat some mustard oil in a deep pan and add the whole garam masala and let it splatter.
- 5) Add the ground masala paste and fry it well until it starts leaving oil.
- 6) Add water and bring it to boil.
- 7) Add the beaten yogurt and the fried fish and boil it for two to three minutes.
- 8) Add some slit green chillies.
- 9) Serve it with some boiled rice or pulao.

Indrani Saraswati





















আইসক্রিম দেশের রাজা

আইসক্রিমের তৈরি দেশটি যেদিকেই তাকাও, নেই তার শেষটি। ভ্যানিলার নদী আছে চকলেটের বাড়ি আছে আছে ভুরি লিচু আর স্ট্রবেরি তাজা চাও কি ভায়া, হতে সেই মিস্টি দেশের রাজা?

হও যদি তুমি শীতকাতুরে
এস উলেন মাংকি টুপি পরে।
ক্যারামেল সসের মাটি তাই
পিছলে পড়লে লাগবে কিন্তু জোরে।
সাঁতরাতে হয় ক্যারাকাও সমুদ্র,
সৈকতে যার অরেঞ্জ ফ্লেভারড বালি,
তারাতাড়িএস ভায়া,
আন্তরিকতায় মোড়ানো সিংহাসনসে যে এখনও রয়েছে খালি।

স্বপ্নকথা নয় গো এটা, নাইকো কোন হ্যাংলা কবির <mark>কল্পনা,</mark> তুমি আসবে বলেই শীতল দেশটি<mark>তে আজ</mark> সবাই দিয়েছে আল্পনা।





Aditya



Priyanka



Eshana



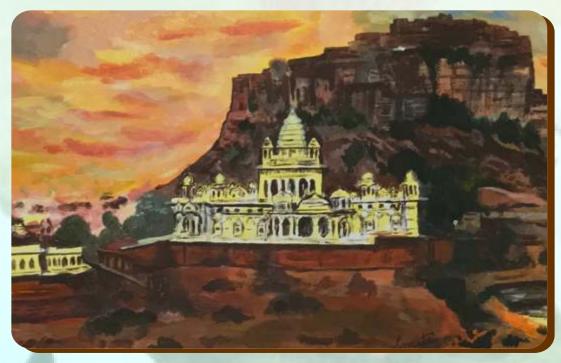
Arjun Mukherjee







Adi Priyanka



Smita Mukherjee

This is my very first and modest endeavour to paint a monument. I couldn't think of any place better than our diverse and incredible India.

This is the Mehrangarh Fort in Jodhpur, the Blue City in the state of Rajasthan. This fort was built by Rao Jodha.

There is a beautiful story, beneath the foundations of this majestic hill fort, lies the grave of a man who died to nullify a serious curse. The year was 1459, an ambitious king and a brave warrior named Rao Jodha came across a majestic hill in Jodhpur, and wished to build a fort there. In order to execute his wish, all the inhabitants were requested to relocate to a different place. Everyone abided by the royal wish, barring an old man. A saint known as Chidiyawale Baba, who fed and tended to the birds of the area. Upset by the king's wish, he cursed the monarch that his kingdom would be inflicted by frequent droughts if he erected the Palace of his dreams on the hill.

Shocked and afraid, the king surrendered at the saint's feet, and asked for forgiveness. Unable to take back his words, the saint suggested a solution. If someone from the kingdom willfully sacrificed his life by getting buried alive then the curse will be nullified.

And thus, a noble-minded man named Rajaram Meghwal came forward and sacrificed his life. He was buried alive on an auspicious day at an auspicious spot and the foundations of the fort were laid down.

My humble tribute to this heroic man Rajaram Meghwal.























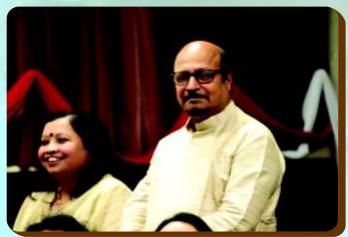


























TALK TO US FOR ALL YOUR MORTGAGE & PROTECTION NEEDS
WE ARE JUST A CALL AWAY!

Free and independent mortgage advice from experienced professionals

A RANGE OF SERVICES OFFERED:

First time buyers
Home movers
Remortgages
Buy-To-Let mortgages
Mortgages for Contractors, Limited Companies
Commercial Mortgages
Life and Critical Illness insurance

Call:

Amol (07482 246044), Vivek (07588 476434), Brahma (07502 445467)

Email: hello@mortgagekart.com







172 PETTS WOOD ROAD, PETTS WOOD, BR5 1LG

Ph:01689 870970

The Indian Shop















Award winning Indian Restaurant, Takeaway and Catering by Atul Kochhar

176-178 PETTSWOOD ROAD | PETTSWOOD | BR5 1LG | 01689 838 700 | info@indianessence.co.uk | www.indianessence.co.uk



